Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

তৈলচিত্রের ভূত

---

১. নগেন কোথায় পড়ে?

২. মামার তৈলচিত্র ছিল কোথায়?

৩. নগেনের মামা কত বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পেছনে একটি পয়সাও খরচ করেন নি?

৪. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে 'প্রেতাত্মা' বলতে বোঝানো হয়েছে-

৫. মামার ছবিটা কীসের ফ্রেমে বাঁধা ছিল?

৬. 'কস্মিনকালে' শব্দের অর্থ কী?

৭. 'মটকা' কী?

৮. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটির প্রধান লক্ষ্য কী?

৯. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয়?

১০. বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে কে মনে করেন?

১১. 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

১২. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে সংস্কারক হিসেবে লেখক কোন চরিত্রটিকে দেখিয়েছেন?

১৩. নগেন তার মামার প্রেতাত্মাকে বিশ্বাস করেছিল কারণ সে ভাবত তার মামা জানতেন-. . . . . .

১৪. লেখক টেবিল চেয়ারের 'পেনশন' পাওয়া কথাটির মাধ্যমে বুঝিয়েছেন-... . . .

১৫. রুপার ফ্রেমের নিচে কাঠ দেওয়ার কারণ-. . . . . .

<u>সৃজনশীল:</u>

দিনমজুর মিজানের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা উঠেছে। ব্যথা উপশমের জন্য কবিরাজকে আনা হয়। তখন তার স্কুলপড়ুয়া মেয়ে নাহার বলে, 'আম্মা, হাসপাতালে অভিজ্ঞ ডাক্তার আছেন। চল, আমরা বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।' মেয়ের কথায় স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'উনার অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথা উঠেছে। এখনই অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না।'

ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর উপযোগী গল্পের সংখ্যা কত?

খ) নগেন কেন ভেবেছিল সে পাগল হয়ে গেছে?

গ) উদ্দীপকের মিজানের স্ত্রীর মানসিকতায় 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো।

ঘ) "উদ্দীপকের নাহার ও ডাক্তার যেন 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তারের অনুরূপ"-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।